যুগান্তর

তারিখ 03 JUL 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# 'শিক্ষাব্যবস্থার ডিজিটাইজ করাই আমাদের লক্ষ্য'

**ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি প্রফেসর ফাহিমা খাতুন বোর্ডের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে ডিজিটাইজেশনের উদ্যোগ নিচ্ছেন। এসব প্রসঙ্গসহ শিক্ষাব্যবস্থার নানা দিক নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ফারহানা মিলি**

ছবি : খলিল আহমেদ

**ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন প্রায় দশ মাস আগে। এরই মধ্যে বোর্ডের কিছু নতুন পদক্ষেপ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আপনি কীভাবে দেখছেন বিষয়টিকে?**

□ আমার বোর্ডের উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারের ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচিকে বাস্তবায়নে সাহায্য করা। সরকার যে ভিশন ২০১০ এর কথা বলছেন, আমরাও চাই এই সময়ের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার ডিজিটাইজ করায় বড় ভূমিকা রাখতে। আমাদের বোর্ড শুধু নয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও এতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে চাচ্ছে। এবারই আমরা এসএসসিতে প্রতিটি স্কুলের ই-মেইল অ্যাড্রেস নিয়েছি। টেলিটকের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে আরও কিছু কাজ করছি আমরা। এর ফলে এবার শিক্ষার্থীরা এসএমএসের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে রেজাল্ট জানতে পেরেছে। আরেকটি কাজ করেছি আমরা। প্রতি বছর ফলাফল প্রকাশের পর রি-স্ক্রুটিনির কাজটি দীর্ঘসূত্রতার মধ্যে পড়ে। এবার আমরা এর জন্য আবেদন নিয়েছি অনলাইনে। ফলে ১৫ মে রেজাল্ট হওয়ার এক মাসের মধ্যেই, ১২ জুনের মধ্যে আমরা রি-স্ক্রুটিনির কাজও শেষ করেছি। এবার সংখ্যাও পড়েছে বেশি। প্রায় সাড়ে সাত হাজার। তবুও কাজটি আমরা শেষ করেছি দ্রুত। এসবই ডিজিটাইজেশনের ফল। এরই স্বীকৃতি হিসেবে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আইটি মেলায় আমাদের মন্ত্রণালয়ের স্টলটি প্রথম হয়েছে।

**এটা তো নিশ্চয়ই শুরু মাত্র। সামনে ডিজিটাইজেশনের জন্য আর কী কী পদক্ষেপ আসছে?**

□ আমরা ই-এসআইএফ, মানে অনলাইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি কার্যক্রম চালানোর পদ্ধতি শুরু করছি। এমনিতে এখন এসআইএফ বা স্টুডেন্ট ইনফরমেশন পদ্ধতি চালু করেছি। ঢাকা বোর্ডের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থীদের জন্য এটা চালু হয়েছে। আগামীতে সবার জন্যই হবে। তাছাড়া আমরা আমাদের ওয়েব সাইটগুলোকে আপডেট রাখছি সবসময়। সার্কুলার বা বিজ্ঞপ্তিগুলো এখন ওয়েব সাইট থেকেই পাওয়া যাচ্ছে।

**এবারই তো প্রথম জিএসই (অষ্টম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষা) শুরু হচ্ছে। এক্ষেত্রে কিছু ডিজিটাইজেশনের কথা শোনা যাচ্ছে...**

□ হ্যাঁ, আমরা জিএসই থেকেই একজন শিক্ষার্থীকে একটি আইডি নাম্বার দেব। এই আইডি দিয়েই শিক্ষার্থী তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন পার করবে। জিএসই-তে রেজিস্ট্রেশনের সময় শিক্ষার্থী এই আইডি-টি পাবে।

**এবার ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি। সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি নিয়ে আপনারা কীভাবে এগুতে চাচ্ছেন?**

□ এবার তো আমরা এসএসসিতে দুটো বিষয়, বাংলা ও ধর্মের সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করেছি। আগামী বছর বাকি পাঁচ বিষয়ের চালু হবে। আমি মনে করি, সৃজনশীল পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মেধাবিকাশে বড় অবদান রাখার পাশাপাশি নকল প্রবণতা দূর করবে। আরেকটি বিষয় খুব গর্বের সঙ্গে বলতে পারি। আমাদের ঢাকা বোর্ডই সৃজনশীল পদ্ধতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। নমুনা উত্তরপত্র তৈরি করা, পরীক্ষকদের কর্মশালা করানো ইত্যাদি কাজ করেছি আমরা।

**এবার কিন্তু আমরা দেখলাম এসএসসিতে টপ টুয়েন্টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ধারণে ভিন্ন কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।**

□ হ্যাঁ, আমরা এবার চারটা মানদণ্ডে টপ টুয়েন্টি নির্ধারণ করেছি। আগে কিছু স্কুল টপ টুয়েন্টিতে জায়গা নেওয়ার জন্য সিস্টেম লস করত। এবার থেকে এসব বন্ধ হবে আশা করি। এইচএসসির ফলাফল প্রকাশ হবে সামনেই। সেক্ষেত্রেও আমরা এই পদ্ধতি চালু রাখব। মোট কথা, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা।